বঙ্কিমজন্মশতবার্ষিকী

চন্দননগর।

১লা জুলাই ১৯৩৮

রত্ন-কণিকা

(বঙ্কিমচন্দ্র)

বঙ্কিমশতবার্ষিক জন্মোৎসব
১লা জুলাই, ১৯৩৮,
চন্দননগর ।

প্রকাশক
বঙ্কিমশতবার্ষিকী-সমিতি,
চন্দননগর।

প্রিণ্টার—শ্রীরামচন্দ্র দে
প্যারিস আর্ট প্রেস
৩৮-এ, স্কট্ লেন, কলিকাতা।

"বন্দে মাতরম্"

বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্

শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,

ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,

সুখদাং বরদাং মাতরম ॥

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,

দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,

অবলা কেন মা এত বলে।

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং

রিপুদলবারিণীং মাতরম্ ॥

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্,
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্॥"

রত্ন-কণিকা

অর্থ—

সন্ধি দ্বারা সম্পাদিত অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে, কিন্তু যে অর্থ সংগ্রাম দ্বারা উপার্জ্জিত তাহা অর্থই নহে।

কৃষ্ণচরিত্র

অধ্যাপক—

অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধুতূরা ফল।

কমলাকান্তের দপ্তর

অনাসক্তি—

অনাসক্তির প্রথম লক্ষণ, ইন্দ্রিয়সংযম * * * দ্বিতীয় লক্ষণ, নিরহঙ্কার * * * তৃতীয় লক্ষণ, সর্ব্ব কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ * *।

দেবী চৌধুরাণী

অনুরাগ—

অনুরাগ ত মানুষে মানুষে—ছবিতে মানুষে হইতে পারে কি? পারে, যদি তুমি ছবিছাড়াটুকু আপনি ধ্যান করিয়া লইতে পার।

রাজসিংহ

অঙ্গসঙ্গই কেবল অনুরাগের কারণ নহে।

কৃষ্ণচরিত্র

অনুশীলন ও অভ্যাস—

অনুশীলন, শক্তির অনুকূল; অভ্যাস, শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের ফল সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষ্ণুতা। * * * * * * অভ্যাস প্রয়োজনমতে কর্ত্তব্য, অনুশীলন সর্ব্বত্র কর্ত্তব্য।

অনুশীলন

অপবিত্র—

যে অপবিত্র সে পবিত্রকেও আপনার মত বিবেচনা করিয়া কাজ করে; বুঝিতে পারে না যে, পবিত্র মানুষ আছে, সুতরাং তাহার কার্য্য ধ্বংস হয়।

সীতারাম

আত্মবিসর্জ্জন—

পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল্য নাই।

কমলাকান্তের দপ্তর

আত্মশ্লাঘা—

আত্মশ্লাঘা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ; যে আত্মশ্লাঘাপরবশ, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?

মৃণালিনী

আদর্শ—

যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না, আদর্শ চাই।

কৃষ্ণচরিত্র

আদালত—

আদালত এবং বারাঙ্গনার মন্দির তুল্য ; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই।

সাম্য

আপনার ঘরে ও পরের ঘরে—

কৃষ্ণবর্ণ আপনার ঘরে থাকিলে শ্যামবর্ণ বলি, পরের ঘরে থাকিলে পান্তুরে কাল বলি।

মৃণালিনী

আমলার বৈধব্য—

ভারি ঘুসখোরেও ডিপুটি হইলেই ঘুস খাওয়া ত্যাগ করে, ডিপুটি-গিরি একপ্রকার আমলাদিগের বৈধব্য—বিধবা হইলে আর মাছ খাইতে নাই।

মুচিরাম গুড়

আশা—

আশা ত্যাগ করাই অধিক ক্লেশ, একবার মনোমধ্যে নৈরাশ্য স্থিরতর হইলে আর তত ক্লেশ হয় না। অস্ত্রাঘাতই সমধিক ক্লেশকর ; তাহার পর যে ক্ষত হয়, তাহার যন্ত্রণা স্থায়ী বটে কিন্তু তত উৎকট নয়।

দুর্গেশনন্দিনী

রাজা রাজড়ার আশা কিছুতেই মিটে না।

মৃণালিনী

আহারান্বেষণ—

সম্ভ্রান্ত লোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয়কর্ম্ম, অসম্ভ্রান্তের আহারান্বেষণের নাম জুয়াচুরি, উঞ্ছবৃত্তি এবং ভিক্ষা।

লোকরহস্য

ইতিহাস—

কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই।

কৃষ্ণচরিত্র

ইন্দ্রিয় সংযম—

কার্য্যক্ষেত্রেই, সংসারধর্ম্মেই, ইন্দ্রিয়সংযম লাভ করা যায়।

বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ)

ইন্দ্রিয়জয়—

দুর্ব্বল শরীর ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে না। ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয়-জয় নাই।

দেবী চৌধুরাণী

ঈশ্বর—

ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিলে স্রষ্টা, বিধাতা, পাতা, ত্রাণকর্ত্তা কাহাকেও পাই না। এমন ঝকমারিতে কাজ কি?

কৃষ্ণচরিত্র

ঈশ্বরভক্তি—

শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই—ইহার জন্য অন্য কোন কার্য্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর ও পরিশুদ্ধ হইবে।

কমলাকান্তের পত্র

উচ্চনীচ—

তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণে নহে ; অন্যে যে নীচকুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার।

সাম্য

উন্নতি—

ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই।

বিবিধ প্রবন্ধ

সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

বিবিধ প্রবন্ধ

এক ছাঁচ—

খোদা বাদসাহজাদীকে ও চাষার মেয়েকে একছাঁচেই ঢালিয়াছেন—ধন, দৌলত, তক্ত, তাউস সকলই কর্ম্মফল মাত্র, আর কোন প্রভেদ নাই।

রাজসিংহ

ঐশ্বর্য্য—

লোকে ঐশ্বর্য্য লইয়া কেহ ভোগ করে, কেহ পুণ্যসঞ্চয় করে, কেহ নরকের পথ সাফ করে।

দেবী চৌধুরাণী

কটাক্ষ—

অন্ধকারের প্রদীপের মত, অবগুণ্ঠনমধ্যে রমণীর কটাক্ষ অধিকতর তীব্র দেখায়।

ইন্দিরা

কল—

তোমরা এত কল করিতেছ, মানুষে মানুষে প্রণয়বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না—একটু বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইয়া যাইবে।

কমলাকান্তের দপ্তর

কবি—

কবির প্রধান গুণ সৃষ্টিক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় অনেক গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই। * * * সৃষ্টিক্ষমতামাত্রই প্রশংসনীয় নহে। * * * সৌন্দর্য্য এবং স্বভাবানুকারিতা, এই দুয়ের একটি গুণ থাকিলেই কবির সৃষ্টির কিছু প্রশংসা হইল বটে. কিন্তু উভয় গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা যায় না।

বিবিধ প্রবন্ধ

কাব্যের উদ্দেশ্য—

কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তোৎকর্ষ সাধন, চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা, কিন্তু নীতি দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না, কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষসৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধিবিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিবিধ প্রবন্ধ

কৃপণ—

চোর যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণ দোষী।

কমলাকান্তের দপ্তর

গহনা—

স্ত্রীলোকের গহনা থাকিলে, সে না দেখাইলে বাচে না।

কপালকুণ্ডলা

গর্দ্দভ—

তুমি নানারূপে নানাদেশে আলো করিয়া যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এক্ষণে . . . তুমি বহুদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। . . . হে মহাপৃষ্ঠ! তুমি কখন রাজ্যের ভার বহ, কখন পুস্তকের ভার বহ, কখন ধোপার গাটরি বহ। হে লোমশ! কোনটি গুরুভার আমায় বলিয়া দাও।

লোকরহস্য

গলার আওয়াজ—

অধিকারী মহাশয়ের নিকট গলার আওয়াজ, টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। সে দোষে অধিকারী মহাশয় একা দোষী নহেন— জিজ্ঞাসা করিলে অনেক উকীল মহাশয়েরা ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বলিয়া দিতে পারিবেন। তাহাদের কাজেও গলার আওয়াজ টাকার-আওয়াজে পরিণত হয়।

মুচিরাম গুড়

গালি—

* গালি খাইলে যদি বাঙ্গালীর ছেলের পেট ভরিত, তাহা হইলে এদেশের লোক এতদিনে সগোষ্ঠী বদ্‌হজমে মরিয়া যাইত। ও সামগ্রীটী অতি সহজে বাঙ্গালীর পেটে জীর্ণ হয়।

কৃষ্ণকান্তের উইল

গালি দেওয়া—

সভ্য জাতীয়েরা অত স্পষ্ট করিয়া গালি দেয় না। প্রচ্ছন্নভাবে * * গুরুতর গালি দিতে পারেন।

লোক রহস্য

গিন্নীপনা—

যে সংসারের গিন্নী গিন্নীপনা জানে, সে সংসারে কারও মনঃপীড়া থাকে না। মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকায় ভয় কি?

দেবী চৌধুরাণী

গুণগান—

আপনার গুণগান আপনি না গাহিলে কে গায়? লোকের ধর্ম্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত না করে, কেহ তাহাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না।

প্রবন্ধ পুস্তক

গুণ বর্ণনা—

আজি কালি রূপবর্ণনার বাজার নরম, আর গুণবর্ণনা হাল আইনে আপনার ভিন্ন পরের করিতে নাই।

কৃষ্ণকান্তের উইল

গুপ্তচর—

গুপ্তচর ভিন্ন রাজ্য নাই। রামচন্দ্রের দুর্ম্মুখ ছিল।

সীতারাম

গৃহধর্ম্ম—

গৃহধর্ম্ম বিদ্বানেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা প্রকাশের স্থান সে নয়। সেখানে যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায়, সে মূর্খ। যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায় না, সেই যথার্থ পণ্ডিত।

দেবী চৌধুরাণী

গৃহিণীর বাক্য—

যমুনার জলে উজান বহিতে পারে, তবু গৃহিণীর বাক্য নড়িতে পারে না।

মুচিরাম গুড়

গ্রন্থকার—

পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই, জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই; অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত—ততই গ্রন্থের সফলতা।

বিবিধ প্রবন্ধ

ঘ্যান ঘ্যানানি—

এ বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘ্যান ঘ্যান করিব না ত কি করিব? বাঙ্গালী হইয়া কে ঘ্যান-ঘ্যানানি ছাড়া? কোন বাঙ্গালীর ঘ্যান-ঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে?

কমলাকান্তের দপ্তর

ঘোমটা—

ঘোমটায় স্ত্রীলোকের স্বভাব ঢাকা পড়ে না।

ইন্দিরা

চরিত্র শোধন—

আপনার দোষ না দেখিলে কাহারও চরিত্র শোধন হয় না।

সীতারাম

চাপরাশ বাহক—

পৃথিবীর সকল দেশেই চাপরাশবাহকের একই চরিত্র—প্রভুর নিকট কীটানুকীট, কিন্তু অন্যের কাছে ?—ধর্ম্মাবতার !!

সাম্য

চিত্ত সংযম—

প্রথমতঃ চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়তঃ চিত্তসংযমের শক্তি আবশ্যক। ইহার মধ্যে শক্তি প্রকৃতিজন্যা; প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা। প্রকৃতিও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সুতরাং চিত্তসংযমপক্ষে শিক্ষাই মূল।

বিষবৃক্ষ

চেষ্টা—

আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা জন্মে।

সাম্য

জ্ঞান—

জ্ঞান অনন্ত। কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিন্তু কেহই

বলিতে পারে না যে আমি সব জানি, আর কেহ আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু জানে না।

রজনী

তেল দেওয়া—

তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না।

কমলাকান্তের দপ্তর

দণ্ড—

সকল দণ্ড অপেক্ষা আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপমান সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর এবং কার্য্যকরী।

সাম্য

লোকে বলে, ইহলোকে পাপের দণ্ড দেখা যায় না। ইহা সম্ভব হউক বা না হউক তুমি দেখিবে না যে চিত্তসংযমে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তি ইহলোকে বিষবৃক্ষের ফল ভোগ করিল না।

বিষবৃক্ষ

দরিদ্র—

ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়।

কমলাকান্তের দপ্তর

দস্যুতা—

যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা আছে সেই দস্যুর কার্য্যের নাম দস্যুতা, যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নাই তাহার দস্যুতার নাম বীরত্ব।

লোকরহস্য

দান—

দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ। ত্যাগ ও দান পরস্পর প্রতিশব্দ।

অনুশীলন

দান করিতে হইবে কিন্তু নিষ্কাম হইয়া দান করিবে।

অনুশীলন

ঈশ্বরে সর্ব্বস্বদানই মনুষ্যত্বের চরম।

অনুশীলন

দাম্পত্যসুখ—

স্ত্রীপুরুষে পরস্পর ভালবাসাই দাম্পত্যসুখ নহে; একাভিসন্ধি—সহৃদয়তা ইহাই দাম্পত্যসুখ।

দুর্গেশনন্দিনী

দারিদ্র্য—

অসামাজিক অবস্থায় কেহই দরিদ্র নহে। বনের ফল মূল, বনের পশু, সকলেরই প্রাপ্য; নদীর জল, বৃক্ষের ছায়া, সকলেরই ভোগ্য। * * * দারিদ্র্য তারতম্যঘটিত কথা, সে তারতম্য সামাজিকতার নিত্য ফল। দারিদ্র্য সামাজিকতার নিত্য কুফল।

বিবিধ প্রবন্ধ

দারিদ্র্যের জ্বালা বড় জ্বালা।

যুগলাঙ্গুরীয়

দিন যাবে—

দিন যাবে! তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা কর, দিন যাবে, রবে না। যে অবস্থায় ইচ্ছা সে অবস্থায় থাক, দিন যাবে, রবে না। * * *

ক্ষণেক অপেক্ষা কর, দুর্দ্দিন ঘুচিবে, সুদিন হইবে, ভানূদয় হইবে ; কালি পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

দুর্গেশনন্দিনী

দুঃখ—

কোকিলের দুঃখ কাকে যায় না।

ইন্দিরা

সকল দুঃখই অভাব। রোগ দুঃখ, কারণ রোগ স্বাস্থ্যের অভাব। অভাব মাত্রই দুঃখ নহে, তাহা জানি। রোগের অভাব দুঃখ নহে—অভাববিশেষেই দুঃখ।

রজনী

দেশহিতৈষী—

এদেশে এক জাতি লোক দেখা দিয়াছেন তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমুলফুল ভাবি।

কমলাকান্তের দপ্তর

দোষ—

নব্য বাঙ্গালীর অনেক দোষ। কিন্তু সকল দোষের মধ্যে অনুকরণানুরাগ সর্ব্ববাদিসম্মত।

বিবিধ প্রবন্ধ

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোল আনা গৃহিণী। তিনি * * * সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চূণ, গেলাসের জল। * * * জ্বরে কুইনাইন, কাশিতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল ও আরোগ্যে সুরুয়া।

রজনী

ধর্ম্ম—

ধর্ম্ম আত্মপীড়ন নহে,—আপনার উন্নতিসাধন, আপনার আনন্দবর্দ্ধনই ধর্ম্ম। ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি, ইহাই ধর্ম্ম।

বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ)

ধর্ম্ম চিরকষ্টে রক্ষিত হয়, কিন্তু একদিনের অসাবধানতায় বিনষ্ট হয়।

বিষবৃক্ষ

ধর্ম্মাধর্ম্ম—

সমস্ত মানসিক শক্তি অনুশীলন ও পরিচালনই ধর্ম্ম ও তাহার অভাবই অধর্ম্ম।

অনুশীলন

ধৈর্য্য—

যাহার ধৈর্য্য নাই, যে ক্রোধের জন্মমাত্র অন্ধ হয়, সে সংসারের সকল সুখে বঞ্চিত।

মৃণালিনী

ধ্বংস—

সমাজধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধর্ম্ম ধ্বংস এবং সমস্ত মনুষ্যের সকল প্রকার মঙ্গল ধ্বংস।

অনুশীলন

পথ চল—

জন্মগ্রহণ করিয়া কাহার পথ আলো করিলাম? কে আমাকে দেখিয়া, অন্ধকারে, দুস্তরে, প্রান্তরে, দুর্দ্দিনে, বিপদে, বিপাকে বলিয়াছে,

এস ভাই, চল চল, ঐ দেখ আলো জ্বলিতেছে, চল ঐ আলো দেখিয়া পথ চল ?

খদ্যোত

পরকালের কাজ—

আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীনকালের জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন ?

কমলাকান্তের দপ্তর

পরনিন্দা—

এ পৃথিবীতে পরনিন্দা প্রধান সুখ—বিশেষ যদি নিন্দিত ব্যক্তি উচ্চশ্রেণীস্থ এবং গুণবান্ হয়, তবে আরও সুখ।

বিবিধ প্রবন্ধ

পরমায়ু—

কবিরাজ ঔষধ দিতে পারে, পরমায়ু দিতে পারে না।

সীতারাম

পরিশ্রম—

শারীরিক পরিশ্রম ঈশ্বরের নিয়ম। যে তাহাতে অনিচ্ছুক সে অধার্ম্মিক।

অনুশীলন

উপযুক্ত সময়ে ঈষদুষ্ণ অন্নব্যঞ্জন ভোজন, তৎপরে নিদ্রা, বায়ু-সেবন, তামাকুর ধূমপান, গৃহিণীর সহিত সম্ভাষণ ইত্যাদি গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের নাম পরিশ্রম।

কমলাকান্তের দপ্তর

পরের কান্না—

পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ কণ্টক-ক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টিসংবরণ করে না।

কৃষ্ণকান্তের উইল

পরোপকার—

যাহারা পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান্, তাহারা কখনও শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারে না।

বিষবৃক্ষ

পলিটিক্স—

ইংরাজের নিন্দা যে কোন প্রকারে করিতে পারিলেই রাজনীতির একশেষ হইল।

কমলাকান্তের দপ্তর

পাপ—

পাপে কাহারও অধিকার নাই। আত্মহত্যা পাপ।

কৃষ্ণকান্তের উইল

অগ্নি আর পাপ অধিক দিন গোপন থাকে না।

দুর্গেশনন্দিনী

পাঁচ সাত—

লোকে বলে "পাঁচ কেন সাত হইল না?" "পাঁচ বলে আমি সাত হইতাম—কিন্তু দুই আর পাঁচে সাত—বিধাতা অথবা বিধাতার সৃষ্ট লোকে যদি আমাকে আর দুই দিত, তাহা হইলে আমি সাত হইতাম।"

বিষবৃক্ষ

পুরুষ মানুষ—

পুরুষ মানুষ স্ত্রীলোকের তৈজসের মধ্যে। না থাকিলে ঘর সংসার চলে না— তাই রাখিতে হয়— মাজিয়া ঘসিয়া ধুইয়া ঘরে তুলিতে নিত্য প্রাণ বাহির হইয়া যায়।

দেবী চৌধুরাণী

পুরুষ মানুষ তৈজসের মধ্যে কলসী ; সদাই অন্তঃশূন্য।

দেবী চৌধুরাণী

প্রণয়—

প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান্ করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।

কপালকুণ্ডলা

প্রণয় প্রথম একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয়, প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ হইলে শত পাত্রে ন্যস্ত হয়, পরিশেষে সাগর-সঙ্গমে লয় প্রাপ্ত হয়—সংসারস্থ সর্ব্বজীবে বিলীন হয়।

মৃণালিনী

সংসার-বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু।

কপালকুণ্ডলা

প্রতারণা—

যে পরকে প্রতারণা করে সে বঞ্চকমাত্র। যে আত্মপ্রতারণা করে, তাহার সর্ব্বনাশ হয়।

মৃণালিনী

প্রভেদ—

যে দান দরিদ্রকে দিলে পুণ্য হয় তাহা বড়মানুষকে দিলে খোশামোদ বলিয়া গণ্য হয় কেন? যে সত্য ধর্ম্মের প্রধান, অবস্থা-বিশেষে তাহা আত্মশ্লাঘা বা পরনিন্দা-পাপ হয় কেন? যে ক্ষমা পরমধর্ম্ম, দুষ্কৃতকারীর প্রতি প্রযুক্ত হইলে তাহা মহাপাপ হয় কেন?

ইন্দিরা

প্রায়শ্চিত্ত ঃ—

পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়। দুঃখের ত প্রায়শ্চিত্ত নাই। দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু। মরিলেই দুঃখ যায়।

বিষবৃক্ষ

প্রিয়—

যাহাকে ইহজীবনে খুঁজিয়া পাইলাম না, ইহজীবনে সেই প্রিয়।

সীতারাম

প্রীতি—

অপত্যপ্রীতি ও দম্পতীপ্রীতি সমুচিত মাত্রায় পরমধর্ম্ম।

অনুশীলন

যে ভাবের বশীভূত হইয়া অন্যের জন্য আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তাহাই প্রীতি।

অনুশীলন

প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি।

কমলাকান্তের দপ্তর

প্রেম—

প্রেমের পাক বিচ্ছেদে।

বিষবৃক্ষ

প্রেমবন্ধন—

যাহাকে ভালবাস তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদি প্রেমবন্ধন দৃঢ় রাখিবে, তবে সূত্রা ছোট করিও। বাঞ্ছিতকে চোখে চোখে রাখিও। অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে। * * * একবার চক্ষুর বাহির হইলেই, যা ছিল তা আর হয় না; যা যায়, তা আর আসে না; যা ভাঙ্গে তা আর গড়ে না।

কৃষ্ণকান্তের উইল

প্রেমান্ধ—

মনুষ্য স্ত্রীজাতির প্রেমে অন্ধ হইলে, আর তাহার হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না। তাহার মত বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠ আর নাই।

রাজসিংহ

ফুটা—

সংসার ধর্ম্ম করিতে গেলে দিনেও ফুট্‌তে হয়, দুপরেও ফুট্‌তে হয়, গরমেও ফুট্‌তে হয়, ঠাণ্ডাতেও ফুট্‌তে হয়, না ফুটলে চলবে কেন?

পুষ্পনাটক

ভক্তি—

ভক্তি পরের জন্য নহে, আপনার উন্নতির জন্য।

অনুশীলন

ভক্তিই সর্ব্বসাধনের সার।

অনুশীলন

ভক্তির পাত্র—

যিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই ভক্তির পাত্র।

অনুশীলন

ভালবাসা—

সকল মনুষ্যকে না ভালবাসিলে, তাঁহাকে ভালবাসা হইল না, আপনাকে ভালবাসা হইল না, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ প্রীতির অন্তর্গত না হইলে প্রীতির অস্তিত্বই রহিল না।

অনুশীলন

যেখানে অধিক ভালবাসা সেখানে ভয়ই অধিক প্রবল।

আনন্দমঠ

যে ভালবাসে, ভালবাসায় তাহার ধর্ম্ম ও সুখ আছে। কিন্তু যে ভালবাসা পায়, তাহার তাহাতে কি?

সীতারাম

বাতাস না থাকিলে কি জলে ঢেউ হয়? আমাকে যদি কেহ ভালবাসে, আমি তাহাকে ভালবাসিব সন্দেহ নাই।

মৃণালিনী

প্রথমে বুদ্ধির দ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা, আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্ম-বিসর্জ্জন। আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি।

বিষবৃক্ষ

ভাষার একতা—

জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।

প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচনা
বঙ্গদর্শন ১২৮০

ভিক্ষুক—

ভিক্ষুক না ডাকিতেই আসিয়া থাকে।

রাজসিংহ

ভ্রান্তি—

বাসনা হইতে ভ্রান্তি জন্মে, ভ্রান্তি হইতে অধর্ম্ম জন্মে।

মৃণালিনী

মঙ্গলামঙ্গল—

সত্য বটে জগতে অমঙ্গল আছে, কিন্তু সে অমঙ্গল মঙ্গলের সঙ্গে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট যে তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা করাই কর্ত্তব্য।

অনুশীলন

মনুষ্য—

অবস্থাবিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তুমাত্র।

আনন্দমঠ

মনুষ্যজাতি—

মনুষ্যজাতি অত্যন্ত অপরিণামদর্শী। আপন আপন বধোপায় সর্ব্বদা আপনারাই সৃজন করিয়া থাকে। মনুষ্যেরা যে সকল অস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই সকল অস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। মনুষ্য-বধই এ সকল অস্ত্রের উদ্দেশ্য।

লোক রহস্য

মনুষ্যজীবন—

যদি মনুষ্যজীবন লক্ষবর্ষপরিমিত হইত, তবু আপনার কাজ ফুরাইত না, মানুষের স্বার্থপরতার সীমা নাই। তাই বলি, বার্দ্ধক্যে আপনার কাজ ফুরাইয়াছে বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর।

কমলাকান্তের পত্র

সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে।

কমলাকান্তের পত্র

মনুষ্য-জীবন প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘ সমর মাত্র।

জ্ঞান

মনুষ্যপতঙ্গ—

মানুষমাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে। সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে। * * * জ্ঞান বহ্নি, ধন বহ্নি, মান বহ্নি, রূপ বহ্নি, ইন্দ্রিয় বহ্নি, সংসার বহ্নিময়।

কমলাকান্তের দপ্তর

মনুষ্যস্বভাব—

মনুষ্যদিগের স্বভাব এই, তাহারা যে কাজ করে, অতি যত্নে তাহা গোপন করে। অতএব যখন তাহারা ঘাস খাওয়ার কথায় রাগ করে, তখন অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে তাহারা ঘাস খাইয়া থাকে।

লোকরহস্য

মহাপাতক—

পরদ্রব্য কাড়িয়া লওয়া মন্দ কাজ নয় ত মহাপাতক কি ?

দেবী চৌধুরাণী

মহাভারত—

মহাভারত পঞ্চম বেদ। চারি বেদে শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের অধিকার নাই, কিন্তু Mass Education লইয়া তর্ক বিতর্ক আজ নূতন ইংরাজ আমলে হইতেছে না। অসাধারণ প্রতিভাশালী ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে বিদ্যা ও জ্ঞানে স্ত্রীলোকের ও ইতর লোকের, উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সমান অধিকার। * * * তাঁহারা ভাবিলেন যদি এমন কিছু উপায় করা যায় যাহা শিখিবার তাহা স্ত্রীলোকে ও শূদ্রে বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও একস্থানে পাইবে, তবে সে কথা বজায় রাখিয়া চলা যায়। * * * তিন স্তরে সম্পূর্ণ যে মহাভারত এখন আমরা পড়ি, তাহা ব্রাহ্মণদিগের লোকশিক্ষার উদ্দেশে অক্ষয় কীর্ত্তি।

কৃষ্ণচরিত্র

মাপকাটি—

উনবিংশ শতাব্দীর যে ছোট মাপকাটি হইয়াছে, তাহার জ্বালায় আমরা পৈত্রিক সম্পত্তি সকলি হারাইতেছি।

কৃষ্ণচরিত্র

মারিবার কর্ত্তা—

মারিবার কর্ত্তা একজন—যে মরিবে তিনি তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন।

সীতারাম

মিষ্টি কথা—

দেশী বিদেশী সকল মনুষ্যই এইরূপ; সকলই মিষ্টি কথার বশ। অবোধ বাঙ্গালীরা আজকাল মিষ্টি কথায় ভুলিতেছে।

মুচিরাম গুড়

মুদ্রা—

মুদ্রা একপ্রকার বিষচক্র। মনুষ্যেরা অত্যন্ত বিষপ্রিয়; এই জন্য সচরাচর মুদ্রাসংগ্রহজন্য যত্নবান্।

লোকরহস্য

মুদ্রাদেবী—

এমন কাজ নাই যে এই দেবীর অনুগ্রহে সম্পন্ন না হয়। পৃথিবীতে এমন সামগ্রী নাই যে এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দুষ্কর্ম নাই যে এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন না হয়। এমন দোষই নাই যে ইহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না। এমন গুণই নাই যে তাহার অনুগ্রহ ব্যতীত গুণ বলিয়া মনুষ্যসমাজে প্রতিপন্ন হইতে পারে। * * * মুদ্রা যাহার নাই তাহার বিদ্যা থাকিলেও মনুষ্যসমাজে শাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়।

লোকরহস্য

মূর্খ—

মূর্খ তিন জনে। যে আত্মরক্ষায় যত্নহীন, যে সেই যত্নহীনতার প্রতিপোষক, আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্যব্যয় করে।

মৃণালিনী

মৃত্যুকামনা—

এ পৃথিবীর সুখ সুখ নহে, সুখও দুঃখময়, কোন সুখেই সুখ নাই, কোন সুখই সম্পূর্ণ নহে। এই জন্য অনেক সুখী জন মৃত্যু কামনা করে—আর দুঃখী দুঃখের ভার বহিতে পারে না বলিয়া মৃত্যুকে ডাকে।

কপালকুণ্ডলা

যত্ন—

যত্ন এক, ভালবাসা আর।

বিষবৃক্ষ

যম—

যম! নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, প্রেমশূন্যের প্রীতিস্থান, তুমি যম! চিত্তবিনোদন, দুঃখবিনাশন, বিপদ্‌ভঞ্জন, দীনরঞ্জন! তুমি যম! আশাশূন্যের আশা, ভালবাসাশূন্যের ভালবাসা।

কৃষ্ণকান্তের উইল

যশ—

যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ)

যুদ্ধ—

আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধর্ম্ম। আমরা বাঙ্গালীজাতি শত শত বর্ষ সেই অধর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছি।

কৃষ্ণচরিত্র

যুবতী ও জল—

যুবতীর হস্তপদসঞ্চালনে জল ফোয়ারা কাটিয়া নাচিয়া উঠে, জলের হিল্লোলে যুবতীর হৃদয় নৃত্য করে। দুই সমান। জল চঞ্চল, এই ভুবনচাঞ্চল্যবিধায়িনীদিগের হৃদয়ও চঞ্চল। জলে দাগ বসে না, যুবতীর হৃদয়ে বসে কি ?

চন্দ্রশেখর

রমণী—

রমণীমণ্ডল এ সংসারে নারিকেল।

কমলাকান্তের দপ্তর

রাজা ও রাজপুরুষ—

রাজা সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজপুরুষেরা সমাজের ভৃত্য—একথা কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমাদের দেশীয় লোকে একথা বিস্মৃত হইয়া রাজপুরুষের অপরিমিত তোষামোদ করিয়া থাকেন।

অনুশীলন

রূপ—

রূপ রূপ করিয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। * * * * নারীজাতির রূপাপেক্ষা শতগুণে সহস্রগুণে মহত্ত্বের গুণ আছে। তাহারা মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি।

কমলাকান্তের দপ্তর

শরীরের স্বাস্থ্য, এবং মনের বিশুদ্ধি হইলেই রূপের বৃদ্ধি জন্মে।

সীতারাম

রূপ ও শব্দ—

রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকার, রূপ রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে—নইলে একজনকে সকলেই সমান রূপবান্ দেখে না কেন? একজনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন? সেইরূপ শব্দও তোমার মনে। রূপ দর্শকের একটি মনের সুখমাত্র, শব্দও শ্রোতার নিকট মনের সুখমাত্র।

রজনী

রোদন—

যে কখনও রোদন করে নাই, সে মনুষ্যমধ্যে অধম। তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিও না। নিশ্চিত জানিও, যে পৃথিবীর সুখ কখনও ভোগ করে নাই—পরের সুখও তাহার সহ্য হয় না।

মৃণালিনী

লক্ষ্মী—

লক্ষ্মী বিনা বৈকুণ্ঠও লক্ষ্মীছাড়া হয়।

বিষবৃক্ষ

লঘুচেতা—

লঘুচেতাদের মনের বন্ধন চাই, নহিলে মন উড়িয়া যায়।

কমলাকান্তের দপ্তর

লেখক—

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল বলিয়া গণি।

কমলাকান্তের দপ্তর

লোকশিক্ষা—

দেশে লোকেশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থূল কারণ—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই।

বিবিধ প্রবন্ধ (২য়)

লোভ—

দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব তাহার তাহাতেই লোভ।

বিষবৃক্ষ

বড়মানুষ—

আমাদের দেশের এখনকার বড় মানুষদিগকে মনুষ্যজাতির মধ্যে কাঁঠাল বলিয়া বোধ হয়।

কমলাকান্তের দপ্তর

লোকে বড় মানুষ হইলে পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া যায়।

চন্দ্রশেখর

বল ও ক্ষমা—

বল ও ক্ষমা দুইটি পরস্পরবিরোধী। অথচ দুইটির মধ্যে একটি যে একেবারে পরিহার্য্য এমন হইতে পারে না। সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে সমাজের ধ্বংস, সকল অপরাধ দণ্ডিত করিলে মনুষ্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য নীতিশাস্ত্রের মধ্যে একটি অতি কঠিন তত্ত্ব।

কৃষ্ণচরিত্র

বাল্য প্রণয়—

বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে। * * * বার্দ্ধক্যে বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতিমাত্র থাকে, আর সকল বিলুপ্ত হয়।

চন্দ্রশেখর

বাবু—

যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষাপারদর্শী, মাতৃভাষাবিরোধী তাঁহারাই বাবু। * * * যিনি কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সঙ্গীতে দগ্ধকোকিলাহারী, যাঁহার পাণ্ডিত্য শৈশবাভ্যস্তগ্রন্থগত, যিনি আপনাকে অনন্তজ্ঞানী বিবেচনা করিবেন, তিনিই বাবু। * * * যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত, এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু।

লোকরহস্য

বাহুবল—

উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় এই চারিটি একত্রিত করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল তাহাই বাহুবল।

প্রবন্ধ পুস্তক

বিচারে পরাস্ত—

বিজ্ঞলোকের মত এই যে, যখন পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে।

কমলাকান্তের দপ্তর

বিদ্যা—

বিদ্যাপ্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে তাহা আপনি প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না।

বিবিধ প্রবন্ধ

বিপদ—

যে ঈশ্বরকে না মানে, সেও বিপদে পড়িলে তাহাকে ডাকে—ভক্তিভাবে ডাকে।

চন্দ্রশেখর

বিলাতী—

আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যাহাই বিলাতী, তাহাই চমৎকার, পবিত্র, দোষশূন্য। * * * আমার বিশ্বাস আমরা যেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি, বিলাতও আমাদের কাছে অনেক শিখিতে পারে।

কৃষ্ণচরিত্র

বাক্যবল—

বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলেই জগতের ইষ্ট সাধিত হইয়াছে। বাহুবল পশুর বল, বাক্যবল মানুষের বল।

বিবিধ প্রবন্ধ

বিবাহ—

শৈশবে ছেলের বিবাহ দেওয়া এরূপ ভয়ানক ভ্রম যে দেশে সর্ব্বব্যাপী, সে দেশের মঙ্গল কোথায়?

বিবিধ প্রবন্ধ (২য়)

ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখনিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধনে মনুষ্যচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই।

কমলাকান্তের দপ্তর

যদি আত্মপরিজনকে ভালবাসিয়া তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ।

কমলাকান্তের দপ্তর

মানুষ, স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং প্রভুভক্ত। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের এক একটি প্রভু চাহি। সকল মনুষ্যই এক এক জন স্ত্রীলোককে আপন প্রভু বলিয়া নিযুক্ত করে। ইহাকেই তাহারা বিবাহ বলে।

লোকরহস্য

সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম্ম।

কৃষ্ণচরিত্র

বিবাহ প্রথা—

ধর্ম্মজন্য সমাজ আবশ্যক। সমাজগঠনের পক্ষে একটি প্রথম প্রয়োজন বিবাহপ্রথা। বিবাহপ্রথার স্থূল মর্ম্ম এই যে স্ত্রী পুরুষ এক হইয়া সাংসারিক ব্যাপার ভাগে নির্ব্বাহ করিবে। যাহার যাহা যোগ্য, সে সেই ভাগের ভারপ্রাপ্ত।

অনুশীলন

বিষবৃক্ষ—

চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী, একবার ইহার পুষ্টি হইলে আর আশা নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়নপ্রীতিকর; দূর হইতে ইহার বিবিধ পল্লব ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম দেখিতে অতি রমণীয়। কিন্তু ইহার ফল বিষময়, যে খায় সেই মরে।

বিষবৃক্ষ

বিস্মৃতি—

বিস্মৃতি স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়া নহে, লোক আত্মগরিমায় অন্ধ হইয়া পরের প্রতি যে সকল উপদেশ করে, তন্মধ্যে বিস্মৃত হও এই উপদেশের অপেক্ষা হাস্যাস্পদ আর কিছুই নাই।

মৃণালিনী

বীর—

যে বীর পড়িল সম্মুখ সমরে
অনন্ত মহিমা তার চরাচরে,
সে নহে বিজিত।

সংযুক্তা

বৈতরণী—

আমাদের এ জন্মের সঞ্চিত পাপগুলি আমরা গাঁটরী বাঁধিয়া, বৈতরণীর সেই খেয়ারীর খেয়ায় বোঝাই দিয়া বিনা কড়িতে পার করিয়া লইয়া যাই, পরে যমালয়ে গিয়া গাঁটরী খুলিয়া ধীরে সুস্থে সেই ঐশ্বর্য্য একা একা ভোগ করি।

সীতারাম

বৈষ্ণবধর্ম্ম—

প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেননা বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্ত্তা। * * * তিনি জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্মমাত্র।

চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়, কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন, তিনি অনন্তশক্তিময়।

আনন্দমঠ

শিক্ষক—

শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না ; সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। কেবল শৈশবে কেন চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন। এই জন্য হিন্দুধর্ম্মে গুরুর এত মান।

অনুশীলন

শ্রীবৃদ্ধি—

একটু বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও —তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

কমলাকান্তের দপ্তর

দুগ্ধভীতি—

বসুন্ধরা যদি গোশূন্যা হয়েন, আর নারিকেল, তাল, খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে দুগ্ধ নিঃসরণ হয়, তবে এই দুগ্ধপোষ্য বাঙ্গালী জাতির বিশেষ উপকার হয়। তাহারা দুগ্ধভীতিশূন্য হইয়া দুগ্ধপান করিতে পারে।

কমলাকান্তের দপ্তর

[illegible]—

যে লোকের যৌবন [illegible] বৃদ্ধ।

সঙ্গীত—

সুরবিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত।

সঙ্গীত

সৎকর্ম্ম—

যাহাকে আমরা সৎকর্ম্ম বলি, তাহাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা

স্বদেশ-প্রীতি—

সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই। আত্মপ্রীতি, স্বজন-প্রীতি, স্বদেশ-প্রীতি, পশু-প্রীতি, দয়া এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশ-প্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত।

অনুশীলন

সমাজ—

সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণ-পোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক।

অনুশীলন

সমাজশিক্ষক—

রাজা অপেক্ষাও যাঁহারা সমাজের শিক্ষক তাঁহারা ভক্তির পাত্র।

অনুশীলন

সংবাদ—

Politician সম্প্রদায়ের একটা বড় প্রয়োজন সংবাদ।

কোথায় কি হইতেছে গোপনে সব জানা চাই। দুর্ম্মুখের মনিব রামচন্দ্র হইতে বিসমার্ক পর্য্যন্ত সকলেই ইহার প্রমাণ।

রাজসিংহ

সংসার—

জ্ঞাননেত্র উদয় হইলে দেখিলাম, এ সংসার কেবল ঢেঁকীশাল।

কমলাকান্তের দপ্তর

সরলতা—

সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা।

বিবিধ প্রবন্ধ

সামাজিক বৈষম্য—

ভারতবর্ষের যে এতদিন হইতে এত দুর্দ্দশা, সামাজিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ।

সাম্য

সার উপদেশ—

পরহিতে রতি পরের অহিতে বিরতি, ইহাই নীতি শাস্ত্রের সার উপদেশ।

ভালবাসার অত্যাচার

সাহিত্য—

সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।

বিদ্যাপতি ও জয়দেব

সাহিত্য ধর্ম্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য তাহা ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম এবং সাহিত্য

সিবিল সার্ব্বিস—

এ দেশের সিবিল সার্ব্বিসের সাহেবদিগকে আমি মনুষ্যজাতি-মধ্যে আম্রফল মনে করি।

কমলাকান্তের দপ্তর

সুখ—

সুখের উপায় ধর্ম্ম, আর মনুষ্যত্বেই সুখ। অতএব সুখই সেই কষ্টিপাথর।

অনুশীলন

টাকায় যে সকল সুখ কেনা যায়, তাহার সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে, দানের আধিক্য করিলে, এমন অনেক বাঞ্ছনীয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয়; সুতরাং স্ত্রীলোকে এবং পুরুষে আর তত দানশীল নহে।

প্রবন্ধপুস্তক

মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাহি না।

কমলাকান্তের দপ্তর

মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে?

কমলাকান্তের দপ্তর

অবিচ্ছিন্ন সুখ দুঃখের মূল। পূর্ব্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।

বিষবৃক্ষ

পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল্য নাই।

কমলাকান্তের দপ্তর

সুখ দুঃখ—

সুখের কথায় বাঙ্গালীর অধিকার নাই কিন্তু দুঃখের কথায় আছে।

কমলাকান্তের দপ্তর

সুখ-দুঃখ মানসিক অবস্থামাত্র, সুখ-দুঃখের কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নাই।

অনুশীলন

সুখাকাঙ্ক্ষা—

সুখাকাঙ্ক্ষা পার্ব্বতী নির্ঝরিণীর ন্যায়, প্রথমে নির্ম্মল ক্ষীণধারা বিজন প্রদেশ হইতে বাহির হয়, আপন গর্ভে আপনি লুকাইয়া রহে, কেহ জানে না, আপনা আপনি কল কল করে, কেহ শুনে না। ক্রমে যত যায়, তত দেহ বাড়ে, তত পঙ্কিল হয়। আরও শরীর বাড়ে, জল আরও কর্দ্দমময় হয়, লবণময় হয়, অগণ্য সৈকতচর-মরুভূমি নদী-হৃদয়ে বিরাজ করে, বেগ মন্দীভূত হইয়া যায়, তখন সেই সকর্দ্দম নদীশরীর অনন্ত সাগরে কোথায় লুকায় কে বলিবে?

কপালকুণ্ডলা

সুন্দর অসুন্দর—

সব সুন্দর, কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর। সৃষ্টি করুণাময়ী, মনুষ্য অকরুণ।

কৃষ্ণকান্তের উইল

সুন্দর মুখ—

সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র।

চন্দ্রশেখর

সৃষ্টি—

সৃষ্টি করুণাময়ী—মনুষ্য অকরুণ।

কৃষ্ণকান্তের উইল

সেকাল একাল—

বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে—হীরার ধার হইলেও সেকালে কথা কহিত না—এখন যত বড় মূর্খ ছেলে তত বড় লম্বা স্পীচ ঝাড়ে।

দেবী চৌধুরাণী

সৌন্দর্য্য—

সৌন্দর্য্য যুবতীর অদৃষ্টে কখন ঘটে না। * * * যুবতীর রূপের প্রকাশ এক প্রকার দোকানদারি। * * * যে সৌন্দর্য্যের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শমাত্র নাই, সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য।

রজনী

সৌন্দর্য্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়?

চন্দ্রশেখর

স্ত্রী—

স্ত্রী বাল্যকালে ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে সংসারসৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে জীবনালম্বন। * * * গৃহে দাসী, শয়নে অপ্সরা, বিপদে বন্ধু, রোগে বৈদ্য, কার্য্যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় সখী, বিদ্যায় শিষ্যা, ধর্ম্মে গুরু, আশ্রমে আরাম, প্রবাসে চিন্তা, স্বাস্থ্যে সুখ, রোগে ঔষধ, অর্জ্জনে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যশ, বিপদে বুদ্ধি, সম্পদে শোভা।

বিবিধ প্রবন্ধ

স্ত্রীজাতি—

স্ত্রীজাতি বড় আপনারে বুঝে।

ইন্দিরা

স্ত্রৈণ—

স্ত্রৈণ রাজার রাজ্য থাকে না।

মৃণালিনী

স্নেহ—

স্নেহ সমুদ্রমুখী নদীর ন্যায়, যত প্রবাহিত হয়, তত বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

দুর্গেশনন্দিনী

স্নেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা

ভালবাসার অত্যাচার

এ সংসারে প্রধান ঐন্দ্রজালিক স্নেহ।

দুর্গেশনন্দিনী

স্বজাতিপ্রতিষ্ঠা—

স্বজাতিপ্রতিষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দই হউক, যে জাতিমধ্যে ইহা বলবৎ হয়, সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে।

প্রবন্ধ পুস্তক

স্বভাবদোষ-

অধ্যয়নে স্বভাবদোষ দূর হয় না।

দুর্গেশনন্দিনী

স্মৃতি—

সুখ যায়, স্মৃতি যায় না। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না। মানুষ যায়, নাম থাকে।

কৃষ্ণকান্তের উইল

হাকিম—

দেশী হাকিমরা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড।

কমলাকান্তের দপ্তর

প্যারিস আর্ট প্রেস
৩৮-এ, কর্ট্ লেন, কলিকাতা।